জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: চৌদ্দ বছর পূর্তি

২০ অক্টোবর ২০১৯

বিশেষ সংখ্যা

সমৃদ্ধির চতুর্দশ বর্ষপূর্তি

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান

চতুর্দশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই শুভক্ষণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ১৪ বছর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট সময় নয়। তারপরও স্বল্প সময়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অর্জন এবং মেধাবী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততাসহ অনেক ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান উন্নয়ন সাধন করেছে। এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকার, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাতা গোষ্ঠীসহ অনেকেই সহযোগিতা করেছে। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে প্রত্যাশা করছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক ও মানসম্মত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের ক্ষেত্রে আগামী দিনেও সকলের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর 'জগন্নাথ কলেজ'কে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট একেবারেই ভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ পরিবেশ এবং সংস্কৃতি নিশ্চিত না করেই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেওয়া হয়। তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের শিক্ষকরা মামলা-মোকদ্দমার মধ্য দিয়ে ২০১১ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ফলে ২০০৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় নামটিই শুধু প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। এ অর্থে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স মূলত ৯ বছর। প্রথম কয়েক বছর কলেজের সংস্কৃতিই বিরাজমান ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ নতুন নতুন জ্ঞান তৈরি, বিতরণ এবং প্রদান করার কোনো ব্যবস্থাই তখন ছিল না।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বড় একটি সমস্যা ছিল। তৎকালীন সরকার ২০০৫-এ পাসকৃত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২৭(৪) ধারার মাধ্যমে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি অনুমোদন করে। ২০১১ সালে ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলনের ফলে সেই কালো ধারাটি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাতিল করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য– কলেজে শুধু পাঠদান অর্থাৎ জ্ঞান বিতরণ করা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল জ্ঞান বিতরণ নয়, জ্ঞান-অনুসন্ধান ও আহরণ করা হয়। জ্ঞান আহরণের বিষয়টা একান্তই গবেষণার ওপর নির্ভরশীল। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে এখানে এমফিল-পিএইচ.ডি প্রোগ্রাম চালু হয়। অর্থাৎ বর্তমানে আমরা একাডেমিক গবেষণার সপ্তম বছরে। শিক্ষকবৃন্দ এমফিল-পিএইচ.ডি গবেষকদের তত্ত্বাবধান করছেন। এ কারণে শিক্ষকবৃন্দ গবেষণাকর্মে আগের থেকে অনেকটা উদ্যোগী। গত সাতটি শিক্ষাবর্ষে এমফিল ডিগ্রিতে গবেষকের সংখ্যা ২১৪ জন এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রিতে গবেষকের সংখ্যা ৮৭ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক গবেষক ইতোমধ্যে তাদের এমফিল-পিএইচ.ডি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব ক'টি বিভাগের কোনো না কোনো শিক্ষক বিভিন্ন গবেষণায় নিয়োজিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব এবং ইউজিসির অর্থায়নে বর্তমানে প্রায় ১৬০ জন শিক্ষক গবেষণা করছেন। আমাদের নিজস্ব গবেষণা ও প্রকাশনা বলতে পূর্বে তেমন কিছু ছিল না, শুধু কিছু জার্নাল প্রকাশিত হতো। ইতোমধ্যে জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর থেকে ১০ টি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং আগামী বইমেলার পূর্বে আরো ১৫/১৬ টি বইয়ের মুদ্রণ সম্পন্ন হবে। গত দুই বছর যাবৎ বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্টলে আমাদের প্রকাশিত এবং শিক্ষকদের প্রকাশিত বই এবং অন্যান্য প্রকাশনা দিয়ে স্টল দেয়া হচ্ছে। আগামী বইমেলায় আমাদের নিজস্ব প্রকাশনায় প্রায় ২৫ টির অধিক গবেষণাধর্মী বই পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশের একটি বড় পরিবর্তন।

বাংলাদেশে এটিই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে অধ্যাপক পদে যারা রয়েছেন, ২/৩ জন ছাড়া সকলেই পিএইচ.ডি ডিগ্রিধারী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিমালা করা হয়েছে যে, আগামী ২০২০ সালের জুনের পর পিএইচ.ডি ডিগ্রি ছাড়া কোন শিক্ষক অধ্যাপক হতে পারবেন না। এই নীতিমালা বাংলাদেশে একমাত্র জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম করা হয়েছে। একসময় শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বিভিন্ন বিভাগে সেশনজট লেগেই থাকতো; যেটা বর্তমান সময়ে আমরা পুরোটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। প্রতিবছরই কেন্দ্রীয়ভাবে জানিয়ে দেয়া হয় কোন সেমিস্টারের পরীক্ষাগুলো কবে শেষ করতে হবে এবং সেমিস্টারের ক্লাসগুলো কবে শুরু হবে। এসব সিরিয়াসলি মনিটরিং করা হয় বলেই এখন সেশনজট নেই বললেই চলে।

শূন্য আবাসনের বিশ্ববিদ্যালয়টি শীঘ্রই বাংলাবাজারে নির্মিত 'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল'-এর উদ্বোধন করে নারী শিক্ষার্থীদের থাকার জায়গার সমস্যার সমাধান করতে যাচ্ছে। 'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল' প্রকল্পের অধীনে ২০তলা ফাউন্ডেশনের উপর ১৬তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ শেষে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ফিনিসিং-এর কাজ। হলটি উদ্বোধন হলে এক হাজার ছাত্রীর আবাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ঈধসঢ়ঁং ঘবঃড়িৎশ প্রকল্পের মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং এন্ড আইটি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি বিভাগ এবং দপ্তরে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদান করার জন্য ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সাহায্যে একটি ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা ডরঋর এর মাধ্যমে তারবিহীন দ্রুত গতির ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেবাখাতের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবহণ। পাঁচ বছর আগেও পরিবহণের জন্য সীমিত সংখ্যক যানবাহন ছিল; বর্তমানে ৫০ টির মতো যানবাহন পরিবহণ পুলে বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের অধিকতর পরিবহণ সুবিধা দেওয়ার জন্য বিআরটিসি থেকে ভাড়া করা বাসের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য নতুন ক্রয়কৃত ১০টি বাস বিভিন্ন রুটে চালু করার বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ক্যান্টিনটি সংস্কার করে আধুনিক ক্যাফেটিরিয়ায় রূপান্তর করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবা সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত ১০টি শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উপরন্ত এখন এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক ডিজিটাল গ্রন্থাগার রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রায় ৬০টি ল্যাপটপের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের ই-বুকস ও অনলাইন জার্নাল সেবা চালু রয়েছে।

বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সমাবর্তন' অনুষ্ঠানের। উৎসাহীদের অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে প্রথমবারের মত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন আগামী ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সমাবর্তন সফল করার জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সেশনে উত্তীর্ণ স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং এম.ফিল ও পিএইচ.ডি পর্যায়ে প্রায় ১৮২৮৪ জন শিক্ষার্থী সমাবর্তনে অংশগ্রহণের জন্য তাদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপনের কাজে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৮৯৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা জমা দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের কাজ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে দ্রুত সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে; যাতে করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন কার্যক্রম এগিয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সকল সমস্যার সমাধান নতুন ক্যাম্পাসে গিয়েই সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

(অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান, উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হল 'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল'

২০১৩ সালের ২২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. বাংলাবাজারে অবস্থিত ‘বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল’-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৪ সালের ২০ অক্টোবর ৯ম বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) অধ্যাপক ড. এ. কে. আজাদ চৌধুরী। ‘বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল’ প্রকল্পের অধীনে ২০তলা ফাউন্ডেশনের উপর ১৬তলা বিশিষ্ট হল নির্মাণের কাজ শেষের পথে। হলটির ফিনিশিং-এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হলটি সম্পন্ন হলে ১,০০০ ছাত্রীর আবাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম সমাবর্তন

বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করার লক্ষে প্রথমবারের মত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন আগামী ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয়েছে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা সমাবর্তন সফল করার লক্ষে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সেশনে উত্তীর্ণ স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও এম.ফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে প্রায় ১৮২৮৪ জন শিক্ষার্থী সমাবর্তনে অংশগ্রহণের জন্য তাদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কেরাণীগঞ্জে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর সভাপতিত্বে গত ৯ অক্টোবর-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেকের ১৪৬তম সভায় ১ হাজার ৯২০ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন’ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। সভায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

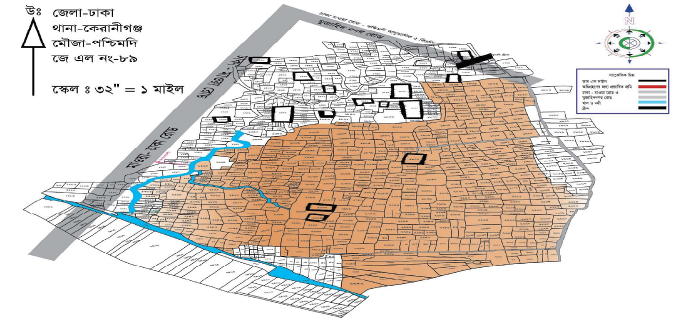

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক ও বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ থানার তেঘরিয়া ইউনিয়নের পশ্চিমদি মৌজায় প্রায় ২০০ একর ভূমির উপর নতুন ক্যাম্পাস নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে, গত ৩ অক্টোবর ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি-এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১১৭ তম সভা বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন, ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন’ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ থানার তেঘরিয়া ইউনিয়নের পশ্চিমদি মৌজায় প্রায় ২০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়।

ইতোমধ্যে ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন’ প্রকল্পের ৮৯৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার চেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। যা জেলা প্রশাসকের এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসের ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন ব্যবহৃত করা হয়।

উল্লেখ্য, মাস্টারপ্লান অনুযায়ী নতুন ক্যাম্পাসে একাধিক একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হল, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা, চিকিৎসা কেন্দ্র, ক্যাফেটেরিয়া, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, মসজিদ এবং পরিবহণ ও আধুনিক বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

Jagannath University Campus, Keranigonj, Total Area: 200 Acre

MASTER PLAN
Proposed Establishments and Amenities

FACULTY BUILDING
(for each faculty)
a. Faculty of Arts
b. Faculty of Business
c. Faculty of Science
d. Faculty of Social Science
e. Faculty of Law
f. Faculty of Life and Earth Science

INSTITUTE
a. Institute of Education and Research (School & College)
c. Institute of Modern Languages

HALL
a. Hall (Male)
b. Hall (Female)
c. International Hostel

RESIDENCE FACILITY
* Dormitory
* Guest House
* Bungalow for Hon'ble VC
* Bungalow for Hon'ble Pro VC
* Bungalow for Hon'ble Treasurer
* Bungalow for Registrar
* Quarter (Teacher/Officer)
* Quarter (Staff)
* Old Home for Retired Teachers

ADMINISTRATIVE BUILDING I
* Hon'ble Vice-Chancellor's Office
* Hon'ble Pro Vice-Chancellor's Office
* Hon'ble Treasurer's Office
* Audit and Accounts Office
* Two Conference Rooms
* Registrar's Office
* Printing Press
* ICT Office
* IQAC Office

ADMINISTRATIVE BUILDING II
* Controller's Office
* Proctor's Office
* Student Advisor's Office
* Security Office
* Care Taker Office
* Central Store Office

TRANSPORT OFFICE
* Open Car Parking Area (which may be used as a Heliport)
* Cycle Stand
* Petrol Pump Station
* Gas Pump Station
* Vehicle Shed
* Vehicle Repair Centre
* Fire Service Station
* Rest Room for Drivers

UTILITY SERVICE BUILDING FOR
* Bank
* Post Office
* ATM Booth
* Police station
* Medicine shop
* Laundry
* Parlour
* Saloon
* Day Care Center, Children
* Retail market for daily necessaries

PLANNING AND ENGINEERING OFFICE
* Transformer Room
* Generator Room
* Store Room
* Space for deep tubewell, water tank and water pump station
* Telephone Exchange/ PABX

GAMES AND PHYSICAL CENTRE
* Mini Stadium with play ground for Football, Cricket and Athletics
* Indoor Stadium with amenities of Volleyball, Basket ball, Badminton and Lawn Tennis
* Swimming Pool (Male)
* Swimming Pool (Female)
* Gymnasium

COMMON SETUPS
* Central Library
* Central Cafeteria
* Central Research Laboratory
* TSC with Cafeteria and Auditorium
* Medical Centre (with capacity of 50 patient Hospitalization)
* University club (Teacher /Officer)
* Club (Staff)
* Museum and Art Exhibition Gallery
* Shopping Complex

RELIGIOUS SETUPS
* Central Mosque
* Temple
* Church

NATIONAL SETUPS
* Shahid Minar (Language movement)
* Sculpture (Liberation Struggle)

BUILDING FOR SOCIAL AND CULTURAL ORGANIZATIONS
* BNCC
* Rover Scout
* Badan
* Cultural Organizations
* Student Union Office
* Journalist Society

OTHERS
* Two Ponds (with walk ways)
* Botanical Garden
* Zoological Garden
* Mini Children Park
* Two Fountains
* Open Stage for Cultural Programmes

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিতি

১৮৬৮ সালে জগন্নাথ রায় চৌধুরী বর্তমান ক্যাম্পাসে জগন্নাথ স্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০০৫ সনের ২৮নং আইনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ সরকারি কলেজটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং ২০০৫ এর ২০ অক্টোবর একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ তারিখে উপাচার্য নিয়োগের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কার্যক্রম শুরু হয়। বিলুপ্ত সরকারি জগন্নাথ কলেজ ক্যাম্পাসের প্রায় ৭ একর জমির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস অবস্থিত।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ০৬টি অনুষদ, ০২টি ইনস্টিটিউট, ৩৬টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে ১২ জন ১ম গ্রেড প্রাপ্ত অধ্যাপক রয়েছেন। বর্তমানে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ১৪২০৮ এবং শিক্ষক সংখ্যা ৬৫৭জন। কর্মকর্তা ২০৩ জন, কর্মচারী ১১৬ জন, সহায়ক কর্মচারী ১৬৪ জন এবং দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কর্মচারী ১৮৬ জন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ, ইনস্টিটিউট ও বিভাগসমূহ

কলা অনুষদ
বাংলা বিভাগ
ইংরেজি বিভাগ
ইতিহাস বিভাগ
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
দর্শন বিভাগ
সংগীত বিভাগ
চারুকলা বিভাগ
নাট্যকলা বিভাগ

বিজ্ঞান অনুষদ
রসায়ন বিভাগ
গণিত বিভাগ
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
পরিসংখ্যান বিভাগ
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ
একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ
ফিন্যান্স বিভাগ
মার্কেটিং বিভাগ

আইন অনুষদ
আইন বিভাগ ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন বিভাগ

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ
অর্থনীতি বিভাগ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
সমাজকর্ম বিভাগ
নৃ বিজ্ঞান বিভাগ
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
লোক প্রশাসন বিভাগ
ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন বিভাগ

লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ
ফার্মেসী বিভাগ
প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ

ইনস্টিটিউট
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট

সান্ধ্যকালীন কোর্স	
একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ	ইভেনিং এমবিএ
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ	ইভেনিং এমবিএ
ফিন্যান্স বিভাগ	ইভেনিং এমবিএ
মার্কেটিং বিভাগ	ইভেনিং এমবিএ
আইন অনুষদ	এল.এল.এম. (ইভেনিং)
	মাস্টার্স ইন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	Masters in Computer Science & Engineering
অর্থনীতি বিভাগ	Master of Development Studies
ইংরেজি বিভাগ	Master of Arts in English
অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ	M.Sc. in Microbiology
ফার্মেসী বিভাগ	Master of Pharmacy
সমাজকর্ম বিভাগ	MA in Professional Social Work
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ	এম এ ইন ইসলামিক স্টাডিজ
রসায়ন বিভাগ	M. Sc. in Chemistry
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	বি.এড. (প্রফেশনাল)
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ	মাস্টার্স ইন 'ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা'
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ	Master in Environment and Disaster Management

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পরিসংখ্যান

অনুষদ/ইনস্টিটিউট	অধ্যাপক	সহযোগী অধ্যাপক	সহকারী অধ্যাপক	প্রভাষক	মোট
কলা অনুষদ	**১৭**	**২০**	**৮০**	**১৫**	**১৩২**
বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ	**১৬**	**১৩**	**৫২**	**৯**	**৯০**
বিজ্ঞান অনুষদ	**২৪**	**১৮**	**৫৬**	**২৩**	**১২১**
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ	**১৭**	**১৮**	**৭১**	**২৮**	**১৩৪**
আইন অনুষদ	**১**	**৩**	**৯**	**৬**	**১৯**
লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ	১৫	২০	৭৭	৩৮	১৫০
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	১	০	২	১	৪
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট	০	৩	১	০	৪
সর্বমোট	***৯১***	***৯৫***	***৩৪৮***	***১২০***	***৬৫৪***
বিভিন্ন চুক্তি অধ্যাপক					**৩**
সর্বমোট শিক্ষক					**৬৫৭**

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা

অনুষদ/ইনস্টিটিউট	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	এম.ফিল./ পিএইচ.ডি
কলা অনুষদ	২৫২২	৭৬২	২৮৩
বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ	২৩৩৮	৫৭১	
বিজ্ঞান অনুষদ	১৫৩৭	৩৭৩	
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ	২৩২৪	৫০৬	
আইন অনুষদ	৪৮৪	৮৫	
লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ	১৬৫৫	৬০৩	
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	১ ২৭	০	
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট	৩৮	০	
সর্বমোট =	*১১০২৫*	*২৯০০*	*১৪২০৮*

একাডেমিক উন্নয়ন

একাডেমিক উন্নয়ন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

* অধিক মেধাবী ও সৃজনশীল শিক্ষার্থী ভর্তির উদ্দেশে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে লিখিত পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া গ্রহণ শুরু হয়।
* ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের ৩৬টি বিভাগ ও দুইটি ইউনস্টিটিউটে নিজস্ব ডিজিটালাইজ প্রযুক্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করা হয়। এরফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।
* সঠিক সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে ও উচ্চ শিক্ষা বিকাশে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন মেধাবী শিক্ষকদের নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে।
* আধুনিক ও যুগোপযোগী নতুন ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন বিভাগ, বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগ এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ চালু করা হয়েছে।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানবৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিভিন্ন বিভাগে এম. ফিল. এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি চালু হয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এম. ফিল. এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি পরিচালিত হচ্ছে।
* সান্ধ্যকালীন এম.বি.এ. ও এল.এম.এম. কোর্স চালু রয়েছে।
* বিভিন্ন বিভাগের প্রজেক্টরসহ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা হয়েছে।
* বিভিন্ন প্রকল্প বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সহায়তায় ল্যাবরেটরির উন্নয়ন করা হচ্ছে।
* ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
* ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট খোলা হয়েছে।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও ঐতিহ্যবাহী পোগোজ স্কুল চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে স্কুলটি 'পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ (আই.ই.আর, জবি)' নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
* গত বছর ৫০ লক্ষ টাকার বই ক্রয় করা হয়েছে। গ্রন্থাগারে পত্রিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
* দেশপ্রেমিক নাগরিক এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে আরো সচেতন করে তুলতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগসমূহে জন্য আবশ্যিক পাঠ্যক্রম হিসেবে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রণোদনা প্রদানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধা বৃত্তি দ্বিগুণ করা হয়েছে।
* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ভারতের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা সহায়ক MOU চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, ফেলোশিপ, প্রি-ডক্টরাল অ্যাওয়ার্ড প্রদান, একাডেমিক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে মতবিনিময়সহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।
* সম্প্রতি আন্তর্জাতিক গণিত, ফিজিক্স, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের প্রার্থী নির্বাচনমূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
* ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের Center for English Language-কে পূর্ণাঙ্গ Institute of Modern Languages-কার্যক্রম শুরু হয়।
* মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত বই, পুস্তক, পোস্টার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১৪০০টি।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ও বিভাগসমূহের সেমিনারে গুণগত পুস্তকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধির লক্ষে প্রতিটি ইনস্টিটিউট ও বিভাগসমূহের সেমিনারে বই ক্রয়ের জন্য ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা করে প্রদান করা হয় এবং বই ক্রয় করা হয়।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে ই-লাইব্রেরি চালু করা হয়েছে। ই-লাইব্রেরির মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে ই-বুকস ও ই-জার্নাল ব্যবহার করতে পারবে।
* বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এম.ফিল, পিএইচ.ডি গবেষণা তত্ত্বাবধানের বাইরেও ইউজিসি ও সরকারি অর্থায়নে একশ' এর অধিক গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছেন।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অনুষদের জার্নাল নিয়মিত বের হচ্ছে।
* শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ের অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হচ্ছে।

বৃত্তি ও উদ্দীপনা (২৩/০৯/২০১৯ পর্যন্ত)

শিক্ষবর্ষ	বিবরণ	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	মোট	সর্বমোট
২০১৩-১৪	মেধাবৃত্তি	৫০	৪৩	৯৩	
	অবৈতনিক বৃত্তি	১২৪	২৫	১৪৯	২৪২
	মোট	১৭৪	৬৮		
২০১৪-১৫	মেধাবৃত্তি	১৮০	৪২	২২২	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৪৫৩	৫৬	৫০৯	৭৩১
	মোট	৬৩৩	৯৮		
২০১৫-১৬	মেধাবৃত্তি	১৬১	৩৩	১৯৪	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৫৩২	৪৮	৫৮০	৭৭৪
	মোট	৬৯৩	৮১		
২০১৬-১৭	মেধাবৃত্তি	২২৪	২২	২৪৬	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৬২৫	৩৬	৬৬১	৯০৭
	মোট	৮৪৯	৫৮		
২০১৭-১৮	মেধাবৃত্তি	২৩১	৩৫	২৬৬	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৬৫১	৫৫	৭০৬	৯৭২
	মোট	৮৮২	৯০		
২০১৮-১৯	মেধাবৃত্তি	৩০৭	৪০	৩৪৭	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৭১০	৫৯	৭৬৯	১১১৬
	মোট	১০১৭	৯৯		
				সর্বমোট	৪৭৪২

এম.ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রিতে ভর্তিকৃত গবেষকদের পরিসংখ্যান

শিক্ষাবর্ষ	এম.ফিল.	পিএইচ.ডি
২০১২-১৩	৩২	১০
২০১৩-১৪	১৯	৯
২০১৪-১৫	২৩	৯
২০১৫-১৬	২৫	১৪
২০১৬-১৭	৪০	৫
২০১৭-১৮	৪০	১২
২০১৮-১৯	৩৫	২৮
সর্বমোট =	২১৪	৮৭

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস/হল/ভবন

* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রায় ৭ একর জায়গায় নিম্নোক্ত ভবনসমূহ রয়েছে।
* প্রশাসনিক ভবন
* একাডেমিক ভবন
* বিজ্ঞান ভবন
* ভাষা শহীদ রফিক ভবন
*কলা ভবন
* সামাজিক বিজ্ঞান ভবন-১
* সামাজিক বিজ্ঞান ভবন-২
* অবকাশ ভবন
* ইউটিলিটি ভবন
* ডরমেটরি ভবন
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ।

এছাড়া বর্তমান ক্যাম্পাসে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত '৭১-এর গণহত্যা' ও 'মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি' নামক একমাত্র গুচ্ছ ভাস্কর্য রয়েছে।

* দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জের বাঘৈর মৌজায় ৭৫৫ শতাংশ ভূমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয় করা হয়েছে।
* বাংলাবাজারে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে।
* দখলকৃত হাবিবুর রহমান হলের জায়গায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা বসবাস করছে।
* ধুপখোলা মাঠ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
* শহীদ নজরুল ইসলাম হল-এর একাংশে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্র বসবাস করছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

ক) ২০ তলা ফাউন্ডেশনের উপর ১৩ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ
খ) ৬ তলা ফাউন্ডেশনের উপর ইউটিলিটি ভবন নির্মাণ
গ) ৬ তলা ফাউন্ডেশনের উপর ডরমিটরি ভবন নির্মাণ
ঘ) ইন্টারনাল রোড তৈরিসহ অন্যান্য পুরাতন ভবন মেরামত
ঙ) নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য শক্তিশালী জেনারেটর স্থাপন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পুনরায় ১০৭০৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম গৃহীত হয়ে।

ক) ইউটিলিটি ভবন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নকল্পে ১৫৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইউটিলিটি ভবন সম্প্রসারণ করে ৩য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উন্নীতকরণ করা হয়েছে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারের সুবিধার্থে একটি ব্যাংক ও ডাকঘর রয়েছে। এছাড়াও সেখানে তিনটি বিভাগ (নাট্যকলা বিভাগ, সংগীত বিভাগ ও চারুকলা বিভাগ) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও সেখানে কয়েকটি প্রশাসনিক দপ্তর রয়েছে।

খ) ডরমেটরি ভবন

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধির উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডরমেটরি ভবনের ২য় তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের সম্পন্ন করা হয়েছে। সেখানে ইতোমধ্যে প্রায় ৮০ জন শিক্ষক বসবাস করছেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য তৃতীয় তলায় 'ডে কেয়ার সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।

গ) একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, ল্যাবরেটরি ও প্রশাসনিক ভবনের অপর্যাপ্ততার বিষয়টি বিবেচনা করে একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের (৮ম-১৬তলা) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০১৪ সালের ১০ মার্চ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান সম্প্রসারণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ১৬তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ফিনিসিং এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঘ। অন্যান্য উন্নয়ন

* বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ রাস্তা তৈরি ও মেরামত সম্পন্ন করা হয়েছে।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন মেরামত করা হচ্ছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার সংস্কার

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খাবারের মান ও ক্যাফেটেরিয়ার পরিবেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য সংস্কার কাজ হয়। ২৮ জুলাই, ২০১৯ সংস্কারকৃত ক্যাফেটেরিয়ার শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এবং শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

প্রকল্প ও গবেষণা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২ সালে গবেষণা দপ্তর খোলা হয়। প্রতি অর্থ বছরে গবেষণা দপ্তর থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের নিকট থেকে গবেষণা প্রকল্প আহ্বান করা হয়। আহ্বানকৃত প্রকল্পগুলো থেকে অনুমোদিত প্রকল্পগুলো প্রদানকৃত অর্থের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট প্রকল্প ৫৫টির মধ্যে গবেষণা খাতে মোট ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দ ২০ লক্ষ টাকা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায়ের নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ ৪০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দের অধীনে ছিল ১৯টি প্রকল্প এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দের অধীনে ছিল ৩৬টি প্রকল্প।
* ২০১৭-১৮ অর্থবছরে গবেষণা খাতে বরাদ্দ উন্নীত করে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দ ২০ লক্ষ টাকা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায়ের নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ ১ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ১২০টি প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
* ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গবেষণা বরাদ্দ উন্নীত করে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দ ২৫ লক্ষ টাকা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ ১ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট গবেষণা প্রকল্প ১৪৩টি।
* ২০১৯-২০ অর্থবছরে গবেষণা বরাদ্দ উন্নীত করে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। গবেষণা প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জার্নাল প্রকাশ

বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো বিভিন্ন ধরনের গবেষণা। গবেষণা ও শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রী বের করা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষকগণ উচ্চতর শিক্ষায় রয়েছেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে আরো ভূমিকা রাখবেন।

এছাড়াও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিতভাবে Journal of Science, Journal of Arts, Journal of Social Science, Journal of Business Studies, Journal of Psychology, Journal of Law প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সেমিনার ও ওয়ার্কসপ

স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশ-বিদেশে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার একটি রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় জ্ঞান অন্বেষণ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে সেমিনার ও ওয়ার্কসপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার ও ওয়ার্কসপের আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও এখানকার শিক্ষকেরা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কসপে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন।

* এপ্রিল ২০১৯-এ ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে 'আজাদ হিন্দের প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর স্মরণ (The remembrance of 75 years of the establishment of Provincial Government of Azad Hind' বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।
* মার্চ ২০১৯-এ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ ও ভারতের কলকাতার 'মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ' এর যৌথ উদ্যোগে 'দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্র এবং সমাজ : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' (State and Society in South Asia : A Historical Perspective)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষকদের গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ ও অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ

বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো বিভিন্ন ধরনের গবেষণা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের উৎসাহে ২০১৭ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণাধর্মী পাণ্ডুলিপি পুস্তক আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে দশটি পাণ্ডুলিপি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আরো বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিগত দুই বছর যাবত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা' অংশগ্রহণ করছে।

প্রাচীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহাসিক প্রশাসনিক ভবনের আদলে গ্রন্থ মেলায় স্টলটি নির্মাণ করা হয়। স্টলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক প্রকাশিত গ্রন্থ, বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগ থেকে প্রকাশিত জার্নাল, শিক্ষকদের প্রকাশিত গ্রন্থ, বার্তা ও অন্যান্য মুদ্রণ উপকরণ স্থান পায়।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

- ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব প্রযুক্তিতে Online Admission System চালু করা হয়েছে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা যে কোনো জায়গা থেকে আবেদন ও আবেদন ফি জমা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং প্রবেশপত্র সহ পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাচ্ছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Students Information & Result Processing System (SIRPS) সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা অতি সহজে ট্রান্সক্রিপ্ট, ফাইনাল গ্রেডশিট, সেমিস্টার গ্রেডশিট এবং সনদপত্র পেতে শুরু করেছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব প্রযুক্তিতে একটি ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিভাগের জন্য আলাদা পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে বিভাগের সকল তথ্য ও শিক্ষকগণের যাবতীয় তথ্য আপডেট রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের Campus Network প্রকল্পের মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং এন্ড আইটি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি বিভাগ এবং দপ্তরে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদান করার জন্য ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সাহায্যে একটি ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা WiFi এর মাধ্যমে তার বিহীন দ্রুত গতির ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট Bandwidth 10 MBPS থেকে ৬০০ MBPS করা হয়েছে।
- BdREN প্রকল্পের আওতায় ক্যাম্পাসে একটি আধুনিক Virtual Class Room স্থাপন করা হয়েছে।
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করার নিমিত্তে আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে এবং আইপি ক্যামেরা আরো বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান।
- অটোমেশন পদ্ধতিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছে। ফলে বেতন ও অন্যান্য হিসাবের দ্রুত তথ্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের Salary Payment Statement, Loan Management, GPF Management, Cash Balancing এবং অন্যান্য আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কার্যাবলি এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে করা যাচ্ছে।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান সর্বদা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিকাশের পক্ষে কাজ করছেন। আগে ঢাকা বলতে বর্তমান পুরানো ঢাকাকেই বুঝানো হতো। পুরান ঢাকাকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। সকল অপশক্তির তৎরপতা দূর করে আমাদের পুরানো ঢাকার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে। আর এক্ষেত্রে ঢাকার প্রাচীন বিদ্যাপীঠ হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে মহাসমারহে বাংলা বর্ষবরণ পালিত হচ্ছে। বাংলা বর্ষবরণে থাকে বিশাল মঙ্গল শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পিঠা-পুলির আয়োজন ও মেলার ব্যবস্থা।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে বসন্ত উৎসব পালিত হয়ে আসছে।
* শরৎকে স্বাগত জানাতেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎ উৎসব পালিত হয়।
* এছাড়াও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপিত হয়।

* এবছর প্রথম বারের মতো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যথাযথ মর্যাদায় সার্বজনীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।
* এছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়।
* চারুকলা বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন সময় চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের উদ্যোগে নাট্য মঞ্চায়ন এবং চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে নাটক, যাত্রা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে।
* এছাড়া সংগীত বিভাগের উদ্যোগে প্রতিবছর 'সংগীত উৎসব' পালিত হয়ে আসছে।

ক্রীড়া ক্ষেত্র

ক্রীড়াই তারুণ্যের প্রতীক। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সুস্থ দেহ ও মন থাকা আবশ্যক। আর সুস্থ দেহ ও মন গঠনে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের সকলের নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধুলা করা উচিত।

* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া কমিটি গঠন করা হয়েছে। ক্রীড়া কমিটির মাধ্যমে আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিভাগ ভলিবল প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিভাগ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতাসহ নানা ধরনের খেলার নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে।
* ক্রীড়া কমিটির সহযোগিতায় ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের সার্বিক তত্ত্বধানে বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করছে এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।
* প্রতিবছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।
* এছাড়াও সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যোগে সফলভাবে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

পরিবহণ

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেবা খাতের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবহণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহণ খাতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিলুপ্ত জগন্নাথ কলেজ থেকে পাওয়া ০২টি মাইক্রোবাস এবং ০৪টি মিনিবাস দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহণ পুলের যাত্রা শুরু। পূর্ববর্তী উপাচার্য মহোদয়গণের বিশেষ করে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান-এর যোগদানের পর হতে পরিবহণ খাতের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলা দীর্ঘদিন না হলেও অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বর্তমানে ৩টি জিপ, ১টি কার, ৮টি মাইক্রোবাস, ৯টি মিনিবাস, ২৮টি বাস এবং ১টি অ্যাম্বুলেন্সসহ মোট ৫০টি যানবাহন পরিবহণ পুলে বিদ্যামান রয়েছে। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকতর পরিবহণ সুবিধা দেওয়ার জন্য বিআরটিসি থেকে ভাড়া করা ১১টি দ্বিতল বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ৯টিসহ মোট ২০টি বাস ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য নতুন ক্রয়কৃত ১০টি বাস বিভিন্ন রুটে চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ডাবল ডেকার ১টি বাস এবং ১টি জিপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহণ পুলে সংযোজন হবার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য অধিকতর সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে ঢাকার বাইরে কয়েকটি জেলাতেও পরিবহণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। যেমন: জবি-নরসিংদী জেলা, জবি-মাওয়াঘাট (লৌহজং থানা), জবি-মুন্সিগঞ্জ সদর, জবি-মেঘনাঘাট (নারায়ণগঞ্জ জেলা) এবং জবি-নবীনগর (সাভার)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কমকর্তা-কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং দ্রুত বিভিন্ন হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্য সার্বক্ষণিক অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। পরিবহণ খাতের উন্নয়ন এবং পরিবহণ সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবহণ পুলে জনবল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া পরিবহণ সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি পরিবহণ ওয়ার্কসপ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যান্য উন্নয়ন

* এছাড়াও শিক্ষার গুণগত মান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসহ আনুষঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার ব্যবস্থা ক্রয় করা হচ্ছে।
* বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ৫টি প্রকল্পের অধীনে শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ২টি প্রকল্পের কাজ চলছে। এছাড়া শিক্ষার গুণগত ও আধুনিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সকল বিভাগের শিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপাচার্য মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শিশুদের জন্য একটি অত্যাধুনিক 'ডে কেয়ার সেন্টার' চালু করা হয়েছে।
* বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পূর্ণাঙ্গ যুগোপযোগী চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ এবং পদোন্নতি দেয়া সম্ভব হবে।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যাতে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে সেজন্য ২০১৫ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল হতে আবেদনকৃত প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ৫০ হাজার টাকা করে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে গোষ্ঠী বীমা চালু করা হয়েছে।
* বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পূর্ণাঙ্গ পেনশন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্ষরিক মূল্যায়ন করা হয় তার পাশকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে। সেদিক দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পেশায় অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। এসকল অগ্রযাত্রার মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে নেয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও সেবাসমূহ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবা সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিদিন সকাল ০৮ টা থেকে রাত ০৮ টা পর্যন্ত ১০টি শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং এখন এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক ডিজিটাল গ্রন্থাগার রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ৬০টি ল্যাপটপের মাধ্যমে শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রী ও গবেষকদের ই-বুকস ও অনলাইন জার্নাল সেবা দেয়া হচ্ছে।

* ২০১৯ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত মোট বইয়ের সংখ্যা ৩১৩০০ টি
* ২০১৯ সাল পর্যন্ত জার্নালের সংখ্যা ৮১৫ টি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সেবাসমূহ :

১। গ্রন্থাগার প্রশাসন শাখা
২। সংগ্রহ শাখা
৩। প্রক্রিয়াকরণ শাখা
৪। Circulation/ বই লেনদেন শাখা
৫। Reader Service
৬। Reference শাখা
৭। Current Awareness Services
৮। মুক্তিযুদ্ধ কর্নার
৯। পেপার প্রিজার্ভেশন শাখা
১০। ই-লাইব্রেরি সেবা

E-Journals-47200
Publisher
IEEE (ALL-Society Periodicals package & Proceedings Order Plan All)
ACM Digital Library
Emerald 194
JSTOR
Research 4 Life

E-books -166400
Publisher
Pearson
Springer
McGraw-Hill
Oxford University Press
Cambridge University Press
SAGE Publication
Taylor & Frances
Emerald
Research 4 Life

এছাড়াও এখানে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকদের অন্যান্য সেবাসমূহ রয়েছে। যার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক গবেষকগণ তাদের সকল তথ্য ও গবেষণার সহায়ক মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করে থাকেন।

বাজেট পর্যালোচনা

যে কোনো উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাজেট ৩৭.৩৫ কোটি টাকা, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪৮ কোটি টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৫০.৮১ কোটি টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৭০.২৩ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৯৬.৯৫ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১০৪.৫৬ কোটি টাকা ও সংশোধিত বাজেট ১০৮.৪৬ কোটি টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১১৫.৭০ কোটি টাকা ও সংশোধিত বাজেট ১১৭.৩২ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেট ১৩২.৭০ কোটি টাকা। এছাড়াও ২০১১ হতে ২০১৬ পর্যন্ত উন্নয়ন বাজেট বাবদ ছিল ১০৭.০৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ৯৬.২৮ কোটি টাকা এবং জবি ফান্ড (নিজস্ব উৎস) ১০.৭৮ কোটি টাকা।

গত ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ চীনের Shanghai Ocean University এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে Memorandum of Agreement (MoA) চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান।

আন্তর্জাতিক প্রকাশনা

অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন কুমার দাস, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

New Measurement of The ^{8}Li(a,n)^{11} B Reaction in a Lower-Energy Region [Physical Review] Below the Coulomb Barrier-Physical Review C,95(2017), Phys. RevC. 95.055805

অধ্যাপক ড. মোঃ নূরে আলম আব্দুল্লাহ, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

* Evalutation of neutronic safety parameters of the BAEC TRIGA Reserch Reactor With Wet Central Tube.-- Annals of Nuclear Energy 124(2019) 533.[Elsevier]
* Elastic scattering of electorons by Sr atom: a study of critical minima and spin polarization. -- Journal of Physics Communications 3 (2019) 065001. [Institute of Physics (London)]

গবেষণা প্রকল্প

অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

* Liberation War 1971 and Bangladesh in 21st Century: A study on the State of Nationa and Generation-- Jagannath University Research Fund for the year 2019.
* Teaching in Higher Educaiton: The Perspectives of Pubic Universityies of Bangladesh.-- Social Science research Council (SSRC), Planning Division, Ministry of Planning, Government of Bangladesh, 2019.

অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মোঃ লুৎফর রহমান, রসায়ন বিভাগ

* Ministry of Education, GoB---Synthesis and characterization of metal impregnated nanocrystalline ZSM-5 zeolite catalyst and its application in direct partial oxidation of alkane. প্রজেক্ট অর্ডার নং-৩৭.২০.০০০০.০০৪.০৩৩.০২০.২০১৬; তারিখ: ৩০ মে ২০১৮
* University Grants Commission of Bangladesh: Synthesis, characterization and antimicrobial activity study on Group VI (Cr, Mo, W) transition metal complexes of N, N'-Bis-(2- Hydroxyethyl) Ethylene diamine dithio-carbamate

অধ্যাপক ড. মোঃ শাহজাহান, রসায়ন বিভাগ

* "Facile synthesis of visible light responsive nonmetal doped TiO2 for the photocatalytic degradation of textile dye "Government of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Education, Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics (BANBEIS), GRANT OF ADVANCED RESEARCH IN EDUCATION (GARE)
* "Sunlight assisted photocatalytic degradation of organic pollutants from industrial wastewater with Fe-doped TiO2 enhanced by sulfite ion".
* "Study the heavy metal contamination in the dietary eggs of Dhaka city"Jagannath University Research Project.

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ

অধ্যাপক ড. মিল্টন বিশ্বাসের ভারত ভ্রমণ

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তরের পরিচালক ড. মিল্টন বিশ্বাস 'আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষৎ' আয়োজিত ভারতের কলকাতায় অবস্থিত প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন। ১২ সেপ্টেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি 'প্রধান অতিথি' হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। এসময় ঐতিহ্যবাহী প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কলা অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

ড. মুহাম্মদ আকরাম উজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক মনোবিজ্ঞান বিভাগ

ড. মুহাম্মদ আকরাম উজ্জামন সম্প্রতি মালয়েশিয়ার Monash University এর মনোবিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবে দুই মাসের Visiting Researcher হিসেবে গবেষণা সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল : 'Prospective-Retrospective memory Status, Cognitive Failure and Mental Health Status of Stroke and Non-Stroke Patient'

ফোন: 9534255, ফ্যাক্স: +88-02-47118449, ওয়েবসাইট: www.jnu.ac.bd
প্রকাশনায়: জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।